শামসুন্নাহার হলের ঘটনা সম্পর্কে ঢা.বি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনা সম্পর্কে ঢা.বি কর্তৃপক্ষ এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, ২৩শে জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনা, ছাত্রী গ্রেফতার তৎপরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে বৃহস্পতিবার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব খবরাখবর প্রকাশিত হয়েছে তার কোন কোনটির সঙ্গে বাস্তবের কোন মিল নেই। এ পরিপ্রেক্ষিতে শামসুন্নাহার হলে সংঘটিত ঘটনার প্রেক্ষাপট ও বাস্তবে কি ঘটেছিল তার চিত্র তুলে ধরা হলো ঃ

এ ঘটনার পূর্বে শামসুন্নাহার হলের ১০/১২ জন আবাসিক শিক্ষিকা হল প্রভোস্টের বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও অন্যান্য অভিযোগ এনে হলের কাজ থেকে বিরত ছিলেন। তাদের বক্তব্য ছিল, হল প্রভোস্ট তাদের যে ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছেন তাতে করে তার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিষয়টি হল প্রভোস্টকে অবহিত করেন এবং আবাসিক শিক্ষিকাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে হলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানান।

২২শে জুলাই শামসুন্নাহার হলের প্রভোস্ট ছাত্রীদের সঙ্গে এক সভায় মিলিত হন এবং সেই সভায় তার বিরুদ্ধে হলের আবাসিক শিক্ষিকাদের আনীত অভিযোগসমূহ তুলে ধরেন এবং আবাসিক শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে ছাত্রীদের উত্তেজিত করে তোলেন। ২৩শে জুলাই দুপুর ১১/১২টার দিকে শামসুন্নাহার হলের একদল ছাত্রী উপাচার্য অফিস ঘেরাও করে শ্লোগান দিতে থাকে ও হলের সাবেক প্রভোস্টের পক্ষে এবং হলের কয়েকজন আবাসিক শিক্ষিকার বিরুদ্ধে বক্তব্য প্রদান করে। তারা দাবি জানায়, হল প্রভোস্টের কথিত অব্যাহতিপত্র প্রত্যাহার করে নিতে হবে এবং তাকে আরও এক টার্মের জন্য ওই হলের প্রভোস্টের পদে পুনর্নিয়োগ দিতে হবে। উপস্থিত ছাত্রীদের কয়েকজনকে উপাচার্যের অফিসে গিয়ে তাদের বক্তব্য প্রদান করার জন্য আহ্বান জানানো হলেও তারা উপাচার্য অফিসে যেতে অস্বীকার করে এবং উপাচার্যকে তাদের মধ্যে এসে তাদের কথা শোনা ও বক্তব্য রাখার দাবি জানায়।

আনুমানিক দুপুর আড়াইটায় উপাচার্য মহোদয় তাদের মধ্যে আসলে ছাত্রীদের পক্ষ থেকে নেতৃস্থানীয় কয়েকজন বক্তৃতা দিয়ে তাদের দাবি পুনরায় উত্থাপন করে। উপাচার্য মহোদয় ছাত্রীদের এই মর্মে জানান যে, প্রফেসর সুলতানা শফিকে অপসারণ করা হয়নি। তিনি হলে প্রভোস্ট হিসেবে বহাল রয়েছেন এবং হলে পরিচালনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে তাকে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে ছাত্রীদের জানানো হয়। ছাত্রীদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, হলে প্রভোস্টের অফিসে তালা মারা হয়েছে। এই খবর শুনে উপাচার্য মহোদয় তাৎক্ষণিকভাবে প্রক্টরকে তালা ভেঙে অফিস খুলে দিতে নির্দেশ দেন। প্রক্টর বিকেল সাড়ে ৩টায় হলে গিয়ে রুমের তালা ভেঙে দিলে প্রভোস্ট তার অফিস কক্ষে প্রবেশ করেন। হলের প্রভোস্ট প্রক্টরের মাধ্যমে উপাচার্য মহোদয়কে এই মর্মে একটি পত্র লেখেন, হলে কতিপয় বহিরাগত মেয়ে রয়েছে। তাদের রাত ৮টার মধ্যে হল থেকে বের করে দিতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে কি ধরনের সহযোগিতা করতে পারে জানতে চাইলে হল প্রভোস্ট উপাচার্যকে হলে মহিলা পুলিশ ও প্রষ্টেরিয়াল স্টাফ প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন। উপাচার্য মহোদয় হলের প্রভোস্টকে মহিলা পুলিশ ও সহকারী প্রক্টরদের সহায়তায় হল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য অনুরোধ জানান। তিনি তাকে বলেন, হলে যেসব বহিরাগত মেয়ে রয়েছে তাদের তালিকা তৈরি করে এবং কে কোন কক্ষে থাকে তা জানিয়ে তাদের হল থেকে চলে যেতে বলা হোক। হলের প্রভোস্ট আরও জানান, হলে আন্দোলনরত মেয়েরা ছাড়া যারা সভা-সমাবেশ করে, মাইক বাজিয়ে উত্তেজনার সৃষ্টি করছে তাদের নিজ নিজ কক্ষে ফেরত যেতে হলের প্রভোস্ট যথাযথ ব্যবস্থা নেবেন। হল প্রভোস্টের অনুরোধে রাত সাড়ে ৭টায় ৪ জন সহকারী প্রক্টর হলে যান। হলের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য হলের প্রভোস্টের চাহিদা মোতাবেক বেশকিছু মহিলা পুলিশকেও হলে পাঠানো করা হয়।

পত্রপত্রিকায় এমন ধরনের খবর প্রকাশিত হয়েছে যা থেকে অনেকের মনে এই ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, রাত ৩টায় পুলিশ অতর্কিতে হলে অভিযান চালিয়ে ছাত্রীদের গ্রেফতার করেছে এবং তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছে। এমন ধারণা দেয়া হয়েছে, পুরুষ পুলিশ হলে প্রবেশ করে ছাত্রীদের গ্রেফতার করেছে এবং তাদের সঙ্গে অশোভন আচরণ করেছে; কিন্তু প্রকৃত তথ্য হচ্ছে, হলের প্রভোস্টের অনুরোধে রাত ৮টায় হলে মহিলা পুলিশ নিয়োজিত ছিল এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে মহিলা পুলিশই কয়েকজন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। মহিলা পুলিশকে সহায়তা দেয়ার জন্য যেসব উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন তারা কেউই গেটের ভেতরে ঢুকেননি ও ছাত্রীদের গ্রেফতারে অংশগ্রহণ করেননি। তবে সঙ্গতকারণেই পুলিশের উর্ধ্বতন ২/৩ জন কর্মকর্তা মহিলা পুলিশদের পরিচালনা করার জন্য প্রবেশ করেছিলেন। এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা জানান, উর্ধ্বতন মহিলা পুলিশ না থাকায় স্বভাবতই পুরুষ পুলিশ অফিসারদের মহিলা পুলিশদের পরিচালনার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়।

শামসুন্নাহার হলে ওই রাতে ৮টার পর থেকে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটনা ঘটেছিল তা হলে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ৪ জন সহকারী প্রক্টর অবরুদ্ধ ছিলেন তাদের বক্তব্য নিম্নে সংযোজিত হলো ঃ

আমাদেরকে হল প্রভোস্টের সঙ্গে কথা বলতে সুযোগ দেয়। তখন আমরা হলের বাইরে আগে থেকে নিয়োগকৃত মহিলা পুলিশের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমাদেরকে বাইরে যাওয়ার জন্য হল গেটের তালা খুলে দিতে অনুরোধ করি; কিন্তু প্রভোস্ট আমাদেরকে কোনভাবেই বাইরে যেতে দিতে রাজি ছিলেন না। তবে তার শর্ত মোতাবেক সিনিয়র সহকারী প্রক্টর ফাতেমা বেগম হলের ভেতরে থাকলে আমরা ৩ জন বাইরে যেতে পারি। এরপর আমরা ৩ জন হলের বাইরে আসলে হলের কিছু মেয়ে প্রভোস্টের সামনে ফাতেমা বেগমের দু'হাত ধরে টানাটানি করে মেয়েদের রুমে নেয়ার জন্য ধস্তাধস্তি শুরু করে। সেই সময় ফাতেমা বেগম চিৎকার করে হল প্রভোস্টের সাহায্য চান এবং তাকে হল গেটের বাইরে যেতে দিতে অনুরোধ করেন এবং পরে তিনি বাইরে আসতে সমর্থ হন। এরপর আমরা চারজন সহকারী প্রক্টর পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষসহ হল গেটের বাইরে থেকে মেয়েকে তাদের নিজ নিজ রুমে ফিরে যেতে অনুরোধ জানাই; কিন্তু হলের ভেতরে মাইকযোগে সব মেয়েদেরকে একত্রিত করে বিভিন্ন ধরনের শ্লোগান দেয়া হচ্ছিল। আমরা এ সময় হলের বাইরে থেকে প্রভোস্টের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করি; কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে বাইরে কোন আলোচনা করতে রাজি হননি এবং পরিস্থিতি অনুকূলে আনার কোন পদক্ষেপ নেননি। রাত প্রায় সাড়ে ১২টা পর্যন্ত আমরা এবং পুলিশের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ (যারা হলের বাইরে ছিলেন) হল প্রভোস্টের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করি কিন্তু তিনি কোন সাড়া দেননি।

বাইরে থাকা অবস্থায় আমরা রাত সাড়ে ১২টায় হলের ভেতরে ভাঙচুর ও কান্নাকাটির শব্দ শুনতে পাই। তখন পুলিশের সহায়তায় আমরা হলে প্রবেশ করে হল প্রভোস্টকে মারামারি ও ভাঙচুরের ঘটনা অবহিত করি। এতে তিনি কোন কর্ণপাত করেননি। তিনি আমাদেরকে পুলিশ নিয়ে কোথায় মারামারি হচ্ছে তা দেখতে বলেন। তার অনুরোধ অনুযায়ী আমরা মহিলা পুলিশসহ হলে প্রবেশ করি এবং ২৩৫নং কক্ষের সামনে গিয়ে ভাঙচুরের দৃশ্য দেখতে পাই। তখন আমরা জানতে পারি ২৩৫নং রুমের মেয়েদেরকে প্রভোস্টের অনুগত কিছু মেয়ে মারার জন্য হামলা চালায় ও কয়েকজনকে মারধর করে। তখন আমরা মহিলা পুলিশসহ ওই রুমে অবস্থান করি। এরপর থেকে আমরা ৪ জন সহকারী প্রক্টরও ওই রুমের ছাত্রীরা রাত সাড়ে ৩টা পর্যন্ত প্রভোস্টের অনুগত ছাত্রীদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে যাই। ওই সময়ে হল প্রভোস্ট কোনভাবে সহযোগিতা করেননি, এমনকি একবারও আমাদের অবস্থা দেখতে আসেননি। রাত সাড়ে ৩টার পর প্রভোস্টের অনুগত মেয়েরা মিছিল সহকারে এ রুমটিতে হামলা চালানোর প্রচেষ্টা চালালে তখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ও ২৩৫নং কক্ষে অবরুদ্ধ মেয়েদের জীবনরক্ষার্থে মহিলা পুলিশ কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল ও মারমুখী ছাত্রীকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতার অভিযানে কোন পুরুষ পুলিশ সদস্য ছিল না। তবে ২ জন উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তা মহিলা পুলিশদের নির্দেশনা দেয়ার জন্য উপস্থিত ছিলেন। হলে ছাত্রীদের গ্রেফতার করার সময় আমরা ৪ জন সহকারী প্রক্টর উপস্থিত ছিলাম। পুলিশ সদস্যরা কোন ছাত্রীর সঙ্গে অশোভন আচরণ করেননি।